তারিখ 15 MAY 2014
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

প্রথম আলো

শ্রেণিকক্ষে ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগ

শিক্ষককে গণধোলাই, বিক্ষোভ

সোনারগাঁ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি ●

ছাত্রীকে শ্রেণিকক্ষের ভেতরে ধর্ষণের অভিযোগে এক শিক্ষককে আটক করে গণধোলাই দিয়েছেন এলাকাবাসী। গতকাল বুধবার নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁ পৌরসভার এক উচ্চবিদ্যালয়ে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় এলাকায় কয়েক শ মানুষ ওই শিক্ষকের বিচারের দাবিতে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ সভা করেছেন।

এলাকার অনেকে ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ইংরেজি বিভাগের এক শিক্ষক একই বিদ্যালয়ের এক ছাত্রীর (এ বছর এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছে) সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করে সম্পর্ক গড়ে তোলেন। গতকাল গ্রীষ্মকালীন ছুটি উপলক্ষে বিদ্যালয় বন্ধ ছিল। কিন্তু ওই শিক্ষক দপ্তরির কাছ থেকে চাবি নিয়ে ওই ছাত্রীকে শ্রেণিকক্ষে নিয়ে ধর্ষণ করেন। খবর পেয়ে এলাকার অনেকে ঘটনাস্থলে গিয়ে শিক্ষক ও ছাত্রীকে আটক করেন। পরে তাঁরা শিক্ষককে গণধোলাই দেন। এ সময় ধর্ষণের শিকার ছাত্রী বলে, 'প্রেমের অভিনয় করে শিক্ষক আমাকে ধর্ষণ করেছেন। তিনি একজন প্রতারক।' এ সময় ওই ছাত্রী এলাকার সবার সামনে কান্নায় ভেঙে পড়ে।

খবর ছড়িয়ে পড়লে এলাকার কয়েক শ লোক ও ছাত্রীর অভিভাবকেরা ঘটনাস্থলে ছুটে এসে বিক্ষোভ শুরু করেন। শেষে এক প্রতিবাদ সভায় বক্তারা অভিযুক্ত শিক্ষকের বিচার দাবি করেন। খবর পেয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মাহমুদ হাসানসহ থানার পুলিশের সদস্যরা ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। এ সময় স্থানীয় কয়েকজন আওয়ামী লীগের নেতা শিক্ষকের কঠোর শাস্তি দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে তাঁকে ছাড়িয়ে নেন।

পরে শিক্ষকের গ্রামের বাড়ি উপজেলার ভবনাথপুর গ্রামে তাঁকে আটক করার জন্য অভিযান চালায় পুলিশ। কিন্তু বাড়িতে গিয়ে পুলিশ তাঁকে ও তাঁর বাড়ির কাউকে পায়নি। ধর্ষণের শিকার ছাত্রী ও তাঁর পরিবারের সদস্যরাও মানসম্মানের ভয়ে বাড়ি ছেড়ে আত্মগোপনে রয়েছেন।

সোনারগাঁ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রিজাউল হক জানান, শিক্ষক ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা পালিয়ে গেছেন বলে তাঁদের আটক করা যায়নি। বিষয়টি পুলিশ সুপার (এসপি) ও জেলা প্রশাসককে জানানো হয়েছে।

ইউএনও মাহমুদ হাসান বলেন, 'এ ঘটনার পর বিদ্যালয়ের পরিচালনা কমিটির সদস্যদের ডেকে সভা করেছি। অভিযুক্ত শিক্ষককে আগামীকাল (আজ) বৃহস্পতিবার বিদ্যালয় থেকে বহিষ্কারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।